দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUL 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

৩১শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

মানিকগঞ্জের ৫০ ভাগ প্রাইমারী স্কুলগৃহ জীর্ণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

মানিকগঞ্জ ১৪ই জুলাই।— মানিকগঞ্জের শতকরা ৫০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনই ভাঙ্গা-চোরা জীর্ণ। এসব বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া দুরূহ।

এই জেলায় ৫শ ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৯০টি বিদ্যালয় সমস্যার আবর্তে ডুবে রয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবই বিদ্যালয় গৃহগুলির ক্লাস নেয়ার অনুপযোগী হবার প্রধান কারণ। কোন বিদ্যালয়ে ঘরের বেড়া নেই, কোন স্কুলের চালা দিয়ে পানি পড়ে। দরোজা জানালা নেই অনেক স্কুলেই। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবের অভাব রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলে। ৪০ ভাগ স্কুলের সবকটি পদে শিক্ষক নেই।

মোট বিদ্যালয়ের শতকরা ১৫ ভাগ পাকা। কাঁচা ৩০ ভাগ। বাকী ৫৫ ভাগ সেমি পাকা। এছাড়া ৪৫টি বিদ্যালয়ের ঘর নেই। এগুলো ঝড়ে অথবা নদী ভাঙ্গনে পড়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আসবাবপত্রের অভাবে মেঝেতে বসে লেখাপড়া করে।

এই অবস্থায় আকাশে মেঘ দেখলেই ঝড় ও বৃষ্টির আশংকায় স্কুল ছুটি দিতে হয়।

সরকারী হিসাবেই এখনকার সরকারী ৪শ ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২ হাজার ১শ ১০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৪৫ জন। বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২ জন করে। আবার অনেক স্কুলে খাতাপত্রেই শিক্ষকের উপস্থিতি আছে। প্রকৃত পক্ষে এসব শিক্ষককে প্রায়ই স্কুলে দেখা যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

আরো জানা গেছে, ১০/১২ বছর আগের তুলনায় প্রায় স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে। এছাড়াও সরকারী করার পর বহু বিদ্যালয়ের ভবন নতুন করে নির্মিত হয়নি। বেসরকারী আমলের ভাঙ্গাচোরা ভবনেই এখনো ক্লাস নেয়া হয়।